পরম্পরা

আমাদের পুরোনো বাড়ি সেজেছে পর্দায়, নতুন রঙে।
জোড়াখাটে বাহারি চাদর ঘুমের আদলে। ঐ ঘরে পুতুল বিয়ে হতো।
যুবতী মা ঘরের জল কাচাতো বর্ষা ঋতু জেগে । দরজার টকটক,
ফিরে আসা বাবার ইসারা। হাতে গ্ন থলি। হা অন্ন হা অন্ন।

প্রতিবেশী অন্নপূর্ণা হয়ে রেখে যেতো শ্বাসী হাত, ঘর
জুড়ে, ঘর আলো হ্যারিকেন সাহস জোগাতো মানুষ
হবো, মানুষ হবো। চোখের তীরে বাবা-মা-র সুখ হাসি মুখ
জেগে উঠতো।

এখন দু-বেলা গ্যাস অন্ন রাধে। আপদহীন জেনারেটার ঘর।
অতিথির সুবেশী অহংকার। পাঁজরা কাঁপে ধিকি ধিকি। মানুষ হওয়ার
মন্ত্র ভুলে গেছি। পুরোনো পেলমেট দেয়াল প্রশ্নাসহীন, আদিতম
গুহার ভিতর দানবের জলছবি আঁকে । অট্টহাসি মাপে । মানুষ হইনি
কেউ, মানুষ হয় না কেউ। অসহায় পিতা মাতা অযাচিত
পাণ্ডুলিপি সযত্নে তুলে রাখে আজও, মনের ভিতর।

নন্দিতা বন্দোপাধ্যায়